শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষককে আদর্শ হতে হবে

| ঢাকা , শুক্রবার, ১১ মে ২০১৮

ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বও শিক্ষকের। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষকের ওপর। কিন্তু দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এর প্রতিফলন নেই বললেই চলে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এখন আর নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিজের শিক্ষককে আদর্শ বা অনুকরণীয় মনে করে না।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা বিষয়ে জানতে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরিপ চালায় বেসরকারি গবেষণা সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের ১ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী, ৫৭৬ শিক্ষক, ১ হাজার ২৮০ অভিভাবক ও স্কুল কমিটির সদস্যের মতামত নেয়া হয়। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ‘বিদ্যালয়ের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ : শিক্ষায় প্রাণের উজ্জীবন’ শীর্ষক এডুকেশন ওয়াচ-২০১৭ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান। গত বুধবার রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে

প্রকাশ করা হয়। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষককে অনুকরণীয় বা আদর্শ বলে মনে করে না। এমনকি ৬৫ শতাংশ অভিভাবক ও প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষকও বিষয়টির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

একসময় শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষককে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবেই গণ্য করা হত। শিক্ষকের মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য সমাজের সব মানুষকে আকৃষ্ট করত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ শিক্ষকদের সে অবস্থান নেই। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিক থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই শিক্ষকদের অবস্থান নিম্নগামী। এবার গবেষণার মাধ্যমেই সে ধারণা বাস্তবে প্রমাণিত হলো। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। খুঁজে দেখতে হবে, শিক্ষার্থীরা কেন নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষককে অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করে না। এ সমস্যার করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

দেশে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় ১০ লাখ শিক্ষক। তাদের প্রত্যেকে নানাভাবে শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবনকে স্পর্শ করছেন। শিক্ষকদের পাঁচজনের একজনও যদি তাদের পেশাগত অঙ্গীকার, প্রেরণা ও চরিত্রবলে শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে দেশব্যাপী একটি পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে।

একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা,

মূল্যবোধ ও সামাজিক বিকাশের বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া হয় না। এমনকি শিক্ষকদের তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করতে উৎসাহিত করা হয় না। তাই প্রত্যেক শিক্ষক যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বিবেচিত হতে পারেন, সেজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া কীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে, প্রশিক্ষিত হলে, তত্ত্বাবধান করা হলে শিক্ষকরা আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবেন, সে বিষয়েও নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা শেখাতে হলে আগে সেটি নিজের জীবনে ধারণ করতে হবে। শিক্ষক যদি একজন আদর্শ মানুষ হন, শিক্ষার্থীরা তাকে এমনিতেই অনুসরণ করবে।